২১-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করে কখনো পড়াশুনা ছেড়ে দিও না, পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া মানে বাবাকে ছেড়ে দেওয়া।

প্রশ্নঃ- সেবার বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ কি?

উত্তরঃ- যখন নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তখন সেবার বৃদ্ধি হয় না। কোনো কোনো বাচ্চা এই মতবিরোধের জন্য পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। বাবা সাবধান করছেন - বাচ্চারা, মতবিরোধের মধ্যে যেও না, পরনিন্দা-পরচর্চা সম্পর্কিত কোনো কথা শুনো না। কেবল বাবার কথা শোনো এবং একমাত্র বাবাকে-ই নিজের খবরাখবর দাও, তাহলে বাবা তোমাকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার মত দেবেন।

প্রশ্নঃ- পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার প্রথম মুখ্য কারণ কি?

উত্তরঃ- 'নাম-রূপ'-এর রোগ। যখন কোনো দেহধারীর নাম-রূপে ফেঁসে যায়, তখন পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ থাকে না। এই বিষয়েই মায়া হারিয়ে দেয় - এটাই হল অনেক বড় বিঘ্ন।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা অন্তরে এই নিশ্চয় নিয়ে বসে আছে যে বেহদের বাবা বেহদের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। তোমরা সম্মুখে বসে আছ। তোমরা জানো যে তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা, যিনি এই শরীরের দ্বারা বোঝাচ্ছেন। প্রতি কল্পে তিনি এইভাবেই বোঝান এবং উত্তরাধিকার দেন। অন্য কেউ এই জ্ঞান দিতে পারবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, কখনো কোনো দেহধারীকে স্মরণ করোনা। পাঁচ তত্ত্বের এই শরীরকে ভূত বলা হয়। তাই পাঁচ তত্ব দ্বারা নির্মিত এই শরীরকে স্মরণ করা উচিত নয়। হয়তো মায়া অনেক বিঘ্ন দেয়, কিন্তু হেরে গেলে চলবে না। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, কেবল বাবা-ই হলেন আমার, আর কেউ নয়। বাবার এই শরীরের প্রতিও তোমাদের ভালোবাসা থাকা উচিত নয়। কোনো শরীরের সাথে লাভ (ভালোবাসা) রাখলেই আটকে যাবে। বাবা জানেন যে, অনেকক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যেও এমন বন্ধুত্ব হয়ে যায় যে একে অন্যের নাম-রূপে ফেঁসে যায়। তাদের মধ্যে এতটাই ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায় যে শিববাবাকেও ভুলে যায়। দুজন কন্যার (ফিমেল) মধ্যেও এত লাভ (ভালোবাসা) হয়ে যায় যেন একে অপরের প্রেমিকা। তাদেরকে যতই জ্ঞানের বিষয় বোঝানো হোক, কিন্তু মায়া তাদেরকে ছাড়ে না। কারণ তারা ঈশ্বরীয় মতের বিরুদ্ধাচরণ করে। জ্ঞান বুঝতে পারলেও তাদের টলমল অবস্থা হবে। যোগের দ্বারা যতটা বিকর্ম বিনাশ হওয়ার কথা, সেটাও হয় না। বাবা তাদের নাম বলছেন না, কিন্তু এইরকম অনেকেই আছে।

দ্বিতীয়ত বাবা বোঝাচ্ছেন যে, কখনো পড়াশুনা ছেড়ে দিও না। যদি ব্রাহ্মণীর সাথে বনিবনা না হয়, তাহলেও অবশ্যই পড়তে হবে। বাবাকে খবরাখবর দিতে হবে। বাবা এই মতপার্থক্য ঠিক মিটিয়ে দেবেন। মতপার্থক্যের জন্য অনেক বাচ্চা নিজের খাবারকে খারাপ করে দেয়, অর্থাৎ রেজিস্টারে দাগ লাগিয়ে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। অনেকেই এইভাবে পড়ে যায়। বাবা সাবধান করে দিচ্ছেন যে কারোর কাছ থেকে পরচর্চা-পরনিন্দার কথাবার্তা শোনা উচিত নয়। কেবল বাবার কথা-ই শুনতে হবে। অনেক বাচ্চা আছে যারা দেহ-অভিমানের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সর্বদা বাবাকে স্মরণ কর এবং তাঁর গুণগান কর - এটাই হল বাচ্চাদের প্রতি বাবার

নির্দেশ। শিববাবা-ই পতিত কলিযুগী দুনিয়াকে পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী বানান। বাচ্চাদের প্রতি বাবার খেয়াল থাকে যাতে মায়া বাচ্চাদেরকে মেরে দিতে কিংবা রোগী বানাতে না পারে। কোনো বাচ্চা যদি খবরাখবর না দেয়, তাহলে বুঝতে পারি যে মায়া খুব জোরে থাপ্পড় মেরেছে। তাই মুরলির মাধ্যমে বোঝানো হয়। ভাগ্যে না থাকলে নিজের পেশাতেই ব্যস্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ তো আশিক-মাশুকের মতো একে অন্যের নাম-রূপে ফেঁসে যায়। তারপর মাম্মা-বাবাকেও আর স্মরণ করে না। একে অপরের কথা মনে করে। মায়া এইরকম বিঘ্ন নিয়ে আসে। বাবা যতই বোঝান যে বাহ্যিক কথাবার্তা বলো না, কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে, সে তারপরেও করতে থাকে। অজ্ঞানকালে কেউ কেউ জীবন কাহিনী লেখে। আমাদেরকে কি ঐরকম জীবন কাহিনী বানানো উচিত। আমাদের তো কেবল বাবা ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করা উচিত নয়। নেহেরু মারা যাওয়ার পর, তাকে সবাই কত স্মরণ করে। তোমরাও যদি ঐরকম স্মরণ করো, তাহলে ওদের সাথে তোমাদের পার্থক্য কি থাকল? জ্ঞানমার্গে খুব সমঝদার হতে হবে। যতক্ষণ শিববাবার সাথে যোগযুক্ত না হবে, ততক্ষণ বুদ্ধির তালা খুলবে না। সার্ভিস না করে পদভ্রষ্ট করে দেয়, তাই বাবা সাবধান করছেন যে, কোনো মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে বাবাকে লিখে জানাও। সকলে তো ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়নি। কেউ হয়তো এমন আছে যে বাচ্চার মতো ভুল করে ফেলে। যে বিচক্ষণ বাচ্চা হবে, সে সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে খবর দেবে। কেউ যখন দেখে যে এর মধ্যে এখনো ক্রোধ আছে, তখন তার প্রতি আর কোনো আন্তরিক টান থাকে না, এবং সে ঘরেই বসে থাকে। কোনো কোনো ব্রাহ্মণীও বলে দেয় যে আপনি আর সেন্টারে আসবেন না।

বাবাকে সেবার খবরাখবর দেওয়া উচিত। বাবা খুশি হবেন যে বাচ্চা সেবার খবরাখবর দিচ্ছে। বাবা, আজকে আমি অমুক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছি যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ? বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। ৫ হাজার বছর আগেও দিয়েছিলেন। সামনেই লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, যদি কেউ দেখে যে এর জন্য কোনো ডিস-সার্ভিস হচ্ছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে হবে। সবাই তো সম্পূর্ণ হয়নি। বাচ্চাদেরকে সবকিছু বোঝাতে হয়। বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই। অনেক বাচ্চা, যারা আমাকে জানেই না, তাদের সামনে কিভাবে আসব? বাচ্চাদেরকে বলি - মিষ্টি বাচ্চারা, শ্রীমৎ অনুসারে চলে, পুরুষার্থ করে নিজের জীবনকে উঁচু বানাও। তুমি সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। যত বেশি আমাকে স্মরণ করবে, তত উঁচু পদ পাবে। এতে তো কোনো খরচের ব্যাপার নেই, এটা তো কেবল এডুকেশন। যার ভাগ্যে আছে, সে শক্তপোক্ত হয়ে যায়। মায়া এমনই যে ৬-৮ বছরের বাচ্চাও আজকে নেই। বাবার সাথে তাদের মনোমালিন্য হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণীদের সাথে মনোমালিন্য হয়। বাবা তো এখানে বসে আছেন। শিববাবার প্রতি নারাজ হলে শেষ হয়ে যাবে। বাবা ব্যতীত মুরলি শুনবে কিভাবে?
দ্বিতীয়ত, কারোর যখন ধ্যানের পার্ট চলে যে অমুকের মধ্যে মাম্মা এসেছেন, বাবা এসেছেন - এটাও হল মায়া। খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কিভাবে কথা বলছে সেটা দেখেই বুঝে যেতে হবে। কারোর মধ্যে মায়ার ভূত এসে যায়, আর বলে যে শিববাবা এসেছেন, মুরলি চালান - মায়া এইরকম বিঘ্ন নিয়ে আসে। অনেকেই বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়। খুব ঠকিয়ে দেয়। এই সব ব্যাপারে অতি সাবধান হতে হবে। পড়াশুনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। নাহলে মায়া খুব নাজেহাল করে দেবে। অনেক ঝড় আসবে। বৈদ্যরা বলে, রোগ বাইরে বেরিয়ে আসবে, ভয় পেওনা। বাবা বোঝাচ্ছেন, চলতে চলতে মায়া এমনভাবে ঠেলা মারবে যে বাবাকে ভুলিয়ে দেবে। হারানোর জন্য অনেক চেষ্টা করবে। ৫ বিকার রূপী রাবণের সাথেই যুদ্ধ। যত বাবাকে স্মরণ করবে, তত

তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। মায়াজিৎ হয়ে জগৎজিৎ হয়ে যাবে। এছাড়া কোনো স্থূল লড়াইয়ের ব্যাপার নেই। যোগবলের দ্বারাই বিশ্বের রাজত্ব পাওয়া সম্ভব। বর্তমান সময়ে যোগবল এবং বাহুবল দুই-ই আছে। এই খ্রিস্টানরা যদি দুজনে মিলে যায় তাহলে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। এদের মধ্যে এত শক্তি রয়েছে। কিন্তু সেইরকম 'ল (আইন) নেই। দুই বিড়ালের একটা গল্পও আছে। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও দেখ তার হাতে কেমন গোলা দেখিয়েছে। তোমাদেরকে স্মরণ জারি রাখতে হবে। কোনো কারণেই পড়াশুনা ছাড়া চলবে না। বিঘ্ন তো অবশ্যই আসবে। মায়া এমনই যা মাথা মুড়িয়ে দেবে, হার্টফেল করিয়ে দেবে। তাই বাবা বলছেন, অন্য সমস্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। বীজকে স্মরণ করলে বৃক্ষও স্মরণে এসে যাবে। গৃহস্থে থেকেও এই কোর্সটা কর। ভক্তরা ভোরবেলা উঠে ভক্তি করে। কাশীতে কুঠরী বানানো আছে। প্রত্যেকটা কুঠরীতে বসে বিশ্বনাথ গঙ্গা বলতে থাকে। কিছুই জানে না। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। নিজেকে তত্ত্বযোগী, ব্রহ্মযোগী বলে। এই বাবা সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। এঁর রথে বসে বলেন, এই সমস্ত কিছু পরিত্যাগ কর। খেলনা তো অনেক বানিয়ে দিয়েছে। বিষ্ণু, শঙ্কর কিংবা কৃষ্ণের খেলনা বানিয়ে বসে বসে পূজা করে। কাউকেই সঠিকভাবে জানে না, অথচ পূজাতে অনেক খরচ করে। পাথরের মূর্তি বানিয়ে তাকে সাজায়। ধনী ব্যক্তিরা তো গয়নাও পড়ায়। এটা তো তোমরা জানো যে ভক্তিতে ভাবনা নিয়ে যা কিছু করে, তার ফলস্বরূপ আমি কিছু না কিছু দিয়ে দিই। পরবর্তী জন্মে খুব ভালো ভক্ত হয়ে যায়। কেউ যদি ধন-সম্পত্তি দান করে তাহলে ধনীর ঘরে জন্ম নেয়। আর যদি অনেক দান করে তাহলে রাজার ঘরে জন্ম হয়। কিন্তু এই দুনিয়ায় তো সদাকালের জন্য সুখ নেই। তাই সন্ন্যাসীরা এই সুখকে অস্বীকার করে। কাক-বিষ্ঠার সমান বলে মনে করে। সুতরাং ওরা কিভাবে রাজযোগ শেখাবে। বেহদের বাবা ছাড়া তো অন্য কেউ সমগ্র বিশ্বের মালিক বানাতে পারবে না। বাবা এখন তোমাদের মত বাচ্চাদেরকে সামনাসামনি বোঝাচ্ছেন। আমি পুনরায় তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। কৃষ্ণের ৮৪ জন্মের অন্তিমে আমি এসে প্রবেশ করেছি এবং এর নাম রেখেছি ব্রহ্মা। ব্রহ্মা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা দুইজনকেই আমার প্রয়োজন। যার মধ্যে প্রবেশ করে আসব। নাহলে আসব কিভাবে? এটা হল আমার নির্দিষ্ট রথ। প্রতি কল্পে আমি এর মধ্যেই আসি। লেখাও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন। কিসের স্থাপন? বিষ্ণুপুরীর। তোমরা এখন ভারতকে বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছ। অন্য কেউ এই কথাটা বোঝে না যে পরমপিতা পরমাত্মার একটা ভূমিকা রয়েছে। ওরা কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে। কিন্তু নরক থেকে স্বর্গ তো বাবা-ই বানান, তাই না? যে ব্রাহ্মণ হয়ে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবে, সে-ই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। গায়ন আছে যে, পরমপিতা পরমাত্মা তিনটি ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ধর্ম স্থাপন করেন। ওখানে দুই যুগে একটাই ধর্ম আছে। অন্য কোনো ধর্ম নেই। বাকি দুই যুগে দেখ কতগুলো ধর্ম। বাচ্চাদেরকে পড়াশুনার ওপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। নাহলে অনেক কাঁদতে হবে। সবার জন্য বিচারসভা বসবে যেখানে বলা হবে যে তুমি এই এই পাপ করেছ। তাই আমি তোমাদেরকে অনেকবার বোঝাই যে পাপ করো না, পুন্যাত্মা হও। পাপ করলে একশ গুণ শাস্তির নিমিত্ত হয়ে যাবে। আমার সন্তান হয়ে যদি বিকারের বশীভূত হও, বাবার শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন কর, তাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে। এইসব শাস্তি খুব কঠিন হয়। বাবা বলছেন, আমি হলাম পরমধামের নিবাসী। এই পুরাতন দুনিয়াতে এসে তোমাদেরকে উত্তরাধিকার দিই। তাও তোমরা নাম বদনাম করে দাও। সেইজন্যই কথিত আছে, সদগুরুর নিন্দুক সূর্যবংশী ঘরানায় স্থান পাবে না। পড়ে যায়। অনেক প্রতিজ্ঞা করে যে আমি তোমার সুযোগ্য সন্তান হয়ে দেখাব। রক্ত দিয়েও লিখে দেয়। পরমপিতা পরমাত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে সন্তান হয়ে তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেব। কিন্তু মায়া এমনই যে আজ তারা নেই। প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় অপবিত্র হলে খুব ঠকে যাবে।

ঈশ্বরের অবজ্ঞা করা হয়, তাই না? বাবা ইশারায় সবকিছু বুঝিয়ে দেন। মায়া খুব নাজেহাল করবে। নাহলে আর যুদ্ধ কিসের। বিশ্বের মালিক হওয়া তো কম কথা নয়। গাফিলতি করা যাবে না। কখনোই পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বাবার কাছ থেকে রায় নিলে বাবা জবাবদার হয়ে যাবেন। পড়াশুনার জন্য মানুষ কত পরিশ্রম করে। পরীক্ষার সময়ে অনেক পরিশ্রম করে। ভবিষ্যতে তোমরাও যখন দেখবে যে সময় অতি নিকটে, তখন দিনরাত পড়াশুনা করতে লেগে যাবে। অতি শীঘ্রই সেই সময় চলে আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে ব্যর্থ কথাবার্তা বলা উচিত নয়। কখনো মতবিরোধের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়।
কোনো অবস্থাতেই পড়াশুনা ছাড়া যাবে না।

২) কখনোই বাবার অবজ্ঞা করা উচিত নয়। প্রতিজ্ঞা করার পর সেই প্রতিজ্ঞাকে ধরে রাখতে হবে। সর্বদা সার্ভিসের শখ রাখতে হবে।

বরদান:- অসীমের অধিকারের স্মৃতি দ্বারা অপার খুশিতে থেকে সদা নিশ্চিন্ত হও।

আজকাল দুনিয়াতে যদি কেউ কোনো আইনগত অধিকার পায়, তাহলে কত পরিশ্রম করে সে অধিকার নিয়ে নেয়। তোমরা তো বিনা পরিশ্রমেই অধিকার পেয়ে গেছ। বাচ্চা হওয়া মানে অধিকার নেওয়া। নিজের বলে মনে করেছ আর অধিকার পেয়ে গেছ। সুতরাং, বাঃ আমি কত শ্রেষ্ঠ অধিকারী আত্মা! এই অসীমের অধিকারের খুশিতে থাক। এই অবিনাশী অধিকার নিশ্চিত আছে। আর যেখানে নিশ্চয়তা থাকে, সেখানে নিশ্চিন্ত থাকে।

স্লোগান:- সকলের আশীর্বাদের দ্বারা তীব্র গতির জ্বালানি ভরলে, সমস্যার পাহাড়কে সহজেই অতিক্রম করতে পারবে।